জনসংযোগ অফিস
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: ৭৭৯১০৪৫-৫১

Public Relations Office
Jahangirnagar University
Savar Dhaka Bangladesh
Phone: +88027791045-51

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম দ্বিতীয় মেয়াদে চার বছরের জন্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় **১৮** ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে চার বছরের জন্য নিয়োগ লাভ করেছেন অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে আজ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব জিনাত রেহানা স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ আদেশ জারি করা হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আইন, **১৯৭৩** এর **১১(১)** ধারা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর দ্বিতীয় মেয়াদে চার বছরের জন্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলামকে ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছেন বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়। প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয়, ''এ নিয়োগ আদেশ তাঁর পূর্বের মেয়াদ উত্তীর্ণের পর যোগদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে।'' (প্রজ্ঞাপনের কপি সংযুক্ত) উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম তাঁর বর্তমান মেয়াদ উর্ত্তীণের পর উপাচার্য হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত বিশেষ সিনেট অধিবেশনে সিনেট কর্তৃক তিন জনের উপাচার্য প্যানেল মনোনয়নে 'প্রথম' হয়েছিলেন। অত:পর ২০১৪ সালের ০২ মার্চ তিনি মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর কর্তৃক চার বছরের জন্য উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন।

অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ক্রান্তিকালে উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে দ্রুতই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনেন। তাঁর চার বছরেরর প্রথম মেয়াদকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক শৃঙ্খলা ফিরে আসে। প্রশাসনের স্বাভাবিক কাজকর্মেও গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। একাডেমিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে তিনি অব্যাহভাবে সাফল্য অর্জন করেন।

দ্বিতীয় মেয়াদে নিয়োগ লাভের পর উপাচায অধ্যাাপক ড. ফারজানা ইসলাম এক প্রতিক্রিয়ায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উপাচার্য তাঁর প্রতিক্রিয়ায় আরও বলেন, ''আমি বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সবাইকে সাথে নিয়ে একযোগে কাজ করেছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। বিশ্ববিদ্যালয় হলো মুক্তবুদ্ধি ও জ্ঞানচর্চার তীর্থস্থান। আমার প্রশাসন ভিন্ন মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই, আমার প্রশাসন দল-মত নির্বিশেষে সকলের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করেছে। এতদসত্ত্বেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমি দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব

লাভ করায় ভুলত্রুটি সংশোধন করে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও এগিয়ে নেয়ার সুযোগ লাভ করেছি। আমি আশা করছি, সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে কাঙ্খিত লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হবো। আমি এক্ষেত্রে সরকার, প্রশাসন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করি।''

দ্বিতীয় মেয়াদে অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ লাভে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শেখ মনজুরুল হক, বিভিন্ন অনুষদের ডীন, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, অফিসার ও কর্মচারিগণ তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলামের জীবনী

অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম ১৯৫৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর ঢাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার আরশি নগর গ্রাম। তিনি ১৯৭৩ সালে ধানমণ্ডি সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে এস এস সি, ১৯৭৫ সালে বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে এইচ এস সি পাশ করেন। তিনি ১৯৭৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে বি এস এস (সম্মান) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, ১৯৮০ সালে এম এস এস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। তিনি ২০০১ সালে সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডি.ফিল ডিগ্রি লাভ করেন। অধ্যাপক ড. ফারজানা ১৯৮২ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। তিনি ২০০৬ সালে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম দেশ বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন জার্নালে তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা রয়েছে। তিনি মানবাধিকার বিষয়ক বেসরকারী সংস্থা 'নাগরিক উদ্যোগ' এর চেয়ারপারসন হিসেবে কাজ করছেন। তিনি নগর গবেষণা কেন্দ্রের আজীবন সদস্য ও এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ এর সদস্য। তিনি স্টামফোর্ড ও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। ইতোপূর্বে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী একজন প্রগতিশীল শিক্ষক।

পরিচালক
জনসংযোগ অফিস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-১ (অধিশাখা-১৮)
www.shed.gov.bd

নং-শিম/শা:১৮/৬জা:বি:-৯/৯৪(অংশ)/৬৯

তারিখ: ০৬ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

প্রজ্ঞাপন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৭৩ এর ১১(১) ধারা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলামকে ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে দ্বিতীয় মেয়াদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করেছেন :

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ ৪ (চার) বছর হবে। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজন মনে করলে এর পূর্বেই এ নিয়োগাদেশ বাতিল করতে পারবেন;
(খ) ভাইস-চ্যান্সেলর পদে তিনি তাঁর বর্তমান পদের সমপরিমাণ বেতন ভাতাদি পাবেন;
(গ) তিনি বিধি অনুযায়ী পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন;
(ঘ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সার্বক্ষণিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে অবস্থান করবেন;
(ঙ) এ নিয়োগাদেশ তাঁর পুনরায় মেয়াদ উত্তীর্ণের পর যোগদানের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের আদেশক্রমে,

(জিয়াত রেহানা) ১৮/০২/২০১৮
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭১৮৭৩

উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
(প্রজ্ঞাপনটি গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।)

নং-শিম/শা:১৮/৬জা:বি:-৯/৯৪(অংশ)/৬৯(১৪)

তারিখ: ০৬ ফাল্গুন ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
৪. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।
৭. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৯. রেজিস্ট্রার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।
১০. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. পি.আই.ডি. তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২. সিনিয়র তথ্য অফিসার, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৩. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(আদেশটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৪. অফিস কপি।

(জিয়াত রেহানা) ১৮/০২/১৮
উপসচিব